গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২
www.mohfw.gov.bd

কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালের ইনডোর সেবা চালুকরণ, রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং সেনিটারী ইন্সপেক্টরদের কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি	:	জাহিদ মালেক এম.পি প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-৩, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
সভার তারিখ	:	১৬.০৫.২০১৭ খ্রিঃ
সভার সময়	:	বেলা ১১.৩০ ঘটিকা

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ পরিশিষ্ট-ক রুপে সংযুক্ত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির সম্মতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) আলোচ্যসূচী উপস্থাপন শুরু করেন।

আলোচ্য সূচী ১: কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালের ইনডোর সেবা চালুকরণ

সভাপতি বলেন, তিনি হাসপাতালটি পরিদর্শন করেছেন। হাসপাতালটির অবকাঠামো ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি ভালো হলেও ডাক্তার, অন্যান্য জনবল ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতির স্বল্পতা রয়েছে। এ প্রসংগে তিনি উল্লেখ করেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উত্তরায় একটি ১০০০ শয্যা হাসপাতাল চালু আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সে প্রেক্ষিতে বিদ্যমান কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারী হাসপাতালে আউটডোর চালু করা সহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট ইনডোর সেবা দ্রুত চালু করা যেতে পারে। এই লক্ষ্যে আউটডোর সেবার পরিধি বাড়ানো, ইনডোর সেবা চালু করা এবং পরবর্তী পর্যায়ে হাসপাতালটিকে ১০০০ শয্যায় উন্নীত করার ক্ষেত্রে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করা যায় সে বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে আহবান জানান।

১.১ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন, তিনি অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল)সহ হাসপাতালটি পরিদর্শন করেছেন। হাসপাতালটির সব গুলো ইউনিট একসাথে চালু করতে না পারলেও স্বল্প পরিসরে ইনডোর সেবা শুরু করে পর্যায়ক্রমে সবগুলো ইউনিট চালু করা যেতে পারে।

১.২ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারী হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। হাসপাতালটিতে ডাক্তার পদায়ন/প্রেষণ প্রদান করা সম্ভব হলেও অন্যান্য জনবল পদায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। চতুর্থ শ্রেণীর জনবল আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া হাসপাতালটির আসবাবপত্র এবং চিকিৎসা সরঞ্জামাদির ক্রয় কার্যক্রমও এখনই শুরু করা প্রয়োজন।

১.৩ পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন; চাহিদা পাওয়া গেলে বর্তমান ওপি থেকেই ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে, তবে জনবল পদায়ন করতে হবে।

১.৪ পরিচালক, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল বলেন, হাসপাতালটির আউটডোর পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করতে হলে আরও ০৬ জন কনসালটেন্ট পদায়ন করা প্রয়োজন। মানসম্মত আউটডোর সেবা চালু হলে ইনডোরও দ্রুততর সাথে চালু করা সম্ভব হবে। বর্তমানে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল থেকে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি পরিচালনার বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যে আলট্রাসনোগ্রাফি মেশিন, এক্স-রে, এবং ইসিজি মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। প্যাথলজিক্যাল ল্যাব এবং অপারেশন থিয়েটার চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ রি-এজেন্ট ও ঔষধ কেনার জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। তিনি বলেন, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল থেকে সব ধরনের সহায়তা দিয়ে বর্তমানে হাসপাতালটিকে চালু রাখা যেতে পারে।

১.৫ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) বলেন, কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার জন্য ওপি থেকে ইতোপূর্বে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু এতে করে টেকসই ফলাফল পাওয়া যায় নি। হাসপাতালটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার জন্য বেড সংখ্যা নির্ধারণ করে জনবলের প্রস্তাব দিতে হবে এবং রাজস্বখাত থেকে যে সকল ক্ষেত্রে বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিতে হবে। সাময়িক ভাবে ওপি থেকে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।

১.৬ প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বলেন, হাসপাতালটিকে পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করার বিষয়ে পরিচালক, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং এ বিষয়ে তিনি একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, আগামী ৩ মাসের মধ্যে আউটডোর সেবা পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করতে হবে এবং আগামী ৬ মাসের মধ্যে ১০০ শয্যার ইনডোর সেবা চালু করতে হবে।

আলোচ্য সূচী ২: রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালের কার্যক্রম সংক্রান্তঃ

অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, হাসপাতালটিতে জনগনকে সেবা প্রদান করার মত প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা থাকলেও বর্তমানে হাসপাতালটিতে দ্বৈতশাসন বিদ্যমান থাকায় জনগনকে কাংখিত পর্যায়ের সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এ ছাড়া রেলপথ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণায়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত MOU এর কয়েকটি অনুচ্ছেদে অস্পষ্টতা রয়েছে যা পুনরায় পর্যালোচনা করে স্পষ্টীকরণ করা প্রয়োজন। তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসকগণের অফিস সময়ের ভিন্নতা, হাসপাতালটিতে রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের উপর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে নিয়োগপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক এর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ না থাকা এবং তত্ত্বাবধায়ক এর কোন আর্থিক বরাদ্দ না থাকার বিষয়টি সভাকে অবহিত করেন।

২.১ প্রতিমন্ত্রী বলেন, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত MOU এ যে সকল বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২.২ পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালে যন্ত্রপাতি এবং জনবলের সমস্যা রয়েছে। এ হাসপাতালে জন্য আলাদা "কোড"সৃষ্টি করে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে অথবা ঢাকা মেডিকেল কলেজের একজন সহকারী পরিচালকের অধীনে, "ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ইউনিট-৩" নামে কোন একটি বিশেষায়িত বিভাগের সেবা এই হাসপাতাল ভবনে চালু করা যেতে পারে। তিনি দ্বৈতপ্রশাসনের কারণে সৃষ্ট সমন্বয়হীনতার বিষয়টি উল্লেখ করে হাসপাতালটিতে নিয়োজিত জনবলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধীন ন্যস্ত করার আহবান জানান।

২.৩ বিভাগীয় মেডিকেল অফিসার, রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল বলেন, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত কর্মচারীদের কিছু নিজস্ব প্রশাসনিক বিষয় আছে যা একটি আলাদা ইউনিটের মাধ্যমে চলমান রাখা প্রয়োজন। এই বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলে জানান। তিনি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য এবং সাধারণ জনগণকে সেবা প্রদানের জন্য ২টি আলাদা ইউনিট থাকা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

২.৪ তত্ত্বাবধায়ক, রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল বলেন, এই হাসপাতালটিতে রেলওয়ের নিজস্ব কর্মচারী এবং সাধারণ জনগনকে দু'টি পৃথক ইউনিটের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে, সার্বিক সমন্বয়ের জন্য উভয় মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ে একটি সভা আহবান করা যেতে পারে।

২.৫ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন, ইতোপূর্বে উভয় মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত MOU এর যে সকল অনুচ্ছেদের মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে উভয় মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী ও সচিবের সমন্বয়ে আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করে একটি সভার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.৬ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে রেলওয়ে হাসপাতালকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে রেলওয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীর পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উভয় মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে হাসপাতালটিতে বিদ্যমান দ্বৈতশাসন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব । বর্তমানে যে সকল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা সমাধানের বিষয়ে একটি লিখিত প্রস্তাবনা তৈরী করতে হবে। রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এর জনবল এবং বাজেট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্ত করার বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

আলোচ্য সুচী ৩ : সেনিটারী ইন্সপেক্টরদের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত

সভাপতি আসন্ন রমজান মাসকে সামনে রেখে কাঁচা বাজার/হোটেল/রেষ্টুরেন্ট এ মানসম্মত খাদ্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগনকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের বিষয়ে সেনিটারী ইন্সপেক্টরদের ভূমিকা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাবারের মান পরীক্ষা করার জন্য একটি ল্যাবরেটরী রয়েছে, এর সঠিক ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া সেনিটারী ইন্সপেক্টরদের তিনি একটি দক্ষ কর্মী বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তাদের সাথে একটি মত বিনিময় সভার আয়োজনের নির্দেশনা দেন। এই বিষয়টি তিনি গনমাধ্যমকে অবহিত করার মাধ্যমে জেলা পর্যায়েও রোজার মাসে সেনেটারী ইন্সপেক্টরদের কার্যক্রমের মাধ্যমে মান সম্মত খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ নিশ্চিত করার আহবান জানান। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্য উপস্থিত সকলকে বক্তব্য প্রদানের আহবান জানান।

৩.১ সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন, জনগনকে বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহের জন্য আগে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেটের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হতো সেই বিষয়ে বর্তমানে আইনী জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়েছে । বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনি সেনিটারী ইন্সপেক্টরদের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে জনগনকে দৃশ্যমান স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের বিষয়ে সৃষ্ট আইনী জটিলতা নিরসনের সম্ভাবনার বিষয়ে উল্লেখ করেন।

৩.২ অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য) বলেন, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে মোট ১৪৩ জন সেনিটারী ইন্সপেক্টরকে উক্ত কর্তৃপক্ষের আইন অনুসারে নিরাপদ খাদ্য আইনের নির্দেশনাসমূহ প্রতিপালনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। চেয়াম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সাথে তিনি একটি সভা করেছেন এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মতে অবশিষ্ট সেনিটারী ইন্সপেক্টদেরও বর্তমানে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে ক্ষমতা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, তিনি এই কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

৩.৩ সহকারী অধ্যাপক, আই পি এইচ বলেন, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পত্রের প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সেনিটারী ইন্সপেক্টরদের তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে।

৩.৪ সভাপতি পরবর্তী ০১(এক) সপ্তাহের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩.৫ এফএও এর প্রতিনিধি, Pure Food Ordinance ১৯৫৯ এর অধীন সেনিটারী ইন্সপেক্টর কার্যপরিধি সভাকে অবহিত করেন এবং ১৩৫০ জন স্বাস্থ্য সহকারী ইতোমধ্যে ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করায় তাদের সেনিটারী ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব প্রদানের আহবান জানান।

৩.৬ পরিচালক(প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, খাদ্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স নবায়নের সময় সেনিটারী ইন্সপেক্টরদের তদন্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করতে হয়। এই কার্যক্রমের মাধ্যমেও তাদের খাদ্য ব্যবসায়িদের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাজারে বিশুদ্ধ খাদ্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে।

৩.৭ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন, বর্তমান সভাটি রমজান মাসকে সামনে রেখে আহবান করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই সারাদেশের সব সেনিটারী ইন্সপেক্টরদের ঢাকায় ডেকে একটি কর্মশালার আয়োজন করে এর ধারাবাহিকতায় একটি প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে রোজা উপলক্ষে এই মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে জনগনকে অবহিত করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে বছর ব্যাপি কার্যক্রমটি চলমান রাখা যেতে পারে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে তাদের মূল্যবান পরামর্শ/মতামতের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি মন্ত্রণালয়ের সেনিটারী ইন্সপেক্টরদের কর্মীবাহিনী উল্লেখ করে তাদের মাধ্যমে রোজার মাসে বাজারে/রেস্টুরেন্টে খাদ্য পরিস্থিতি দৃশ্যমান পরিবর্তন আনার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৪.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করা হয় :

৪.১ কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারী হাসপাতালের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কোড সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের সার্বিক রিসোর্স দিয়ে কুয়েত- বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতালকে চালু রাখতে হবে।

৪.২ আগামী ৩ মাসের মধ্যে কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারী হাসপাতালটির আউটডোর সেবার কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করতে হবে এবং আগামী ৬ মাসের মধ্যে হাসপাতালটির ২৫০ শয্যার মধ্যে অন্তত ১০০ শয্যার সেবা প্রদান চালু করে পর্যায়ক্রমে হাসপাতালটি পূর্ণ ক্ষমতায় চালু করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪.৩ রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালে বিরাজমান দ্বৈতশাসনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের লক্ষ্যে উভয় মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত MOU পুন: পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন/ সংযোজনের লক্ষ্যে উভয় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪.৪ আগামী সপ্তাহের শুরুতে ৬০০ সেনিটারী ইন্সপেক্টরকে নিয়ে ঢাকায় একটি কর্মশালার আয়োজন করা হবে এবং উক্ত কর্মশালার মাধ্যমে বিশুদ্ধ/মান সম্মত খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের বিষয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করে বিষয়টি প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে জনগনকে অবহিত করা হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(জাহিদ মালেক এম.পি)
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং-স্বাপকম/হাসপাতাল-১/ক্লিনিক-৩/২০০৩ (অংশ)-২২৭/১ (২৭) তারিখঃ-০৮.০৬-২০১৭খ্রি:

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

০১। অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৪। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৫। যুগ্মসচিব (স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৬। যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৭। পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা।
০৮। পরিচালক, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা
০৯। পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১০। পরিচালক (অর্থ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১১। উপসচিব (মনিটরিং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২। পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১৩। তত্ত্বাবধায়ক, কুয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সরকারি হাসপাতাল, ৩২ ঈশা খাঁ এভিনিউ, সেক্টর-০৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
১৪। উপ-প্রধান, পিএমএমএইউ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫। তত্ত্বাবধায়ক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল, শাহজাহানপুর, ঢাকা।
১৬। ডিভিশনাল, মেডিকেল অফিসার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।
১৭। সিভিল সার্জন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতিঃ

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০৪। সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৮/৬/১৭
(দিলসাদ বেগম)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৪৯১৯২
dsghm2@gamil.com